সংবাদ

তারিখ ৬/১/৮২
পৃষ্ঠা

2315

065

২০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের পদ খালি॥ ৫ হাজার নিয়োগের সিদ্ধান্ত এক বছরেও কার্যকর হতে পারেনি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সারাদেশে প্রায় বিশ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের পদ শূন্য আছে এবং শূন্যপদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৮ হাজার। এরপর প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ এবং শিক্ষকদের সরকারী কর্মচারী বলে ঘোষণা করা হয়। শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে এই সময় আরো প্রায় আট হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করা হয়। এই নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছত্রিশ হাজারে উন্নীত হয়। এখনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সেই ছত্রিশ হাজারই রয়েছে। তবে এই সাথে বেসরকারী পরিচালনাধীন প্রায় সাত হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ও দেশে আছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে জানা গেছে।

উক্ত ছত্রিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় এক লাখ ষাট হাজার শিক্ষকের পদ আছে। এসকল পদের মধ্যে প্রায় বিশ হাজার পদ খালি আছে এবং চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া বা অন্যান্য কারণে প্রায়ই প্রাথমিক শিক্ষকের শূন্যপদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। অবশ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শূন্যপদের সংখ্যা ১৯৮০ সালের শেষের দিকের হিসেব অনুযায়ী প্রায় সতেরো হাজার ধরে এসব পদে লোক নিয়োগ করার অনুমতি দেয়ার জন্য সংস্থাপন বিভাগের নিকট দেন-দরবার চালাচ্ছেন।

নিয়োগে বিলম্ব হবার কারণ

১৯৭৮ সালে সংস্থাপন বিভাগের পক্ষ থেকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, এই বিভাগের ছাড়পত্র ব্যতীত কোন শূন্যপদে লোক নিয়োগ করা যাবে না, এবং দশ শতাংশ পদ সব সময় খালি রাখতে হবে। এই ঘোষণা জারি হবার পর প্রাথমিক শিক্ষকদের শূন্যপদে লোক নিয়োগ করার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থা প্রায় দু বছর চলার পর মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৮০ সালের শেষের দিকে পাঁচ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের পদ পূর্ণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্যে স্থানীয় সংসদ সদস্য সমন্বয়ে একটি করে মহকুমা প্যানেল কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এখানে নানা স্বার্থের টানাপোড়েনে লোক নিয়োগ বিলম্ব হয়েছে। এবং পাঁচ হাজার শূন্যপদে লোক নিয়োগ করার কাজ আজও শেষ হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষকদের এতোগুলো পদ শূন্য থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় শিক্ষকদের দিয়ে থানা শিক্ষা অফিসগুলোতে অনেক রকম কাজ করানো হয়ে থাকে। এর ফলশ্রুতি হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে বলে বিস্তর অভিযোগ উঠেছে।

কমিটি হয়নি

১৯৮১ সনে প্রণীত শিক্ষা আইনে "প্রাথমিক শিক্ষার সু-পরিচালনা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত বিষয়াবলীর দক্ষ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য" মহকুমা পর্যায়ে একটি স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠন করা এবং এই কর্তৃপক্ষে মোট দশ পর্যায়ের অফিসার ও লোক অন্তর্ভুক্ত করার বিধান রাখা হয়েছিল। এই বিধান অনুযায়ী স্থানীয় মহকুমা প্রশাসক আলোচ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এবং শিক্ষা কর্মকর্তা পদাধিকার বলে সদস্য সচিব হবেন। এজন্য বাংলাদেশের মোট ২১টি জেলা শিক্ষা পরিদর্শকের পদ অবলুপ্ত করা হয়েছে এবং সকলের বেতন ও ভাতা অপরিবর্তিত রেখে তাদের পদের নতুন নামকরণ করা হয়েছে "প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা"। মোট ৭২ জন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।

গত ১৯৮১ সালের ৩০শে এপ্রিল এই প্রাথমিক শিক্ষা আইন জারি করা হয়েছে এবং তা ১৯শে অক্টোবরের সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের কোথাও আজ অবধি আলোচ্য 'শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' গঠিত হয়নি। বর্তমানে মহকুমা প্রশাসক ও প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অস্থায়ীভাবে যাবতীয় কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।